بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়, যায়নস্থ ফাতহে আযীম মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ৩০ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আপনারা এখানে যায়নের মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সমবেত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমেরিকা জামা'তকে এই মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদান করেছেন, আর সেই শহরে (নির্মাণের) তৌফিক দিয়েছেন যা জামা'তের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে। দুদিন পূর্বে একজন সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছে যে, এই জায়গার জন্য এ মসজিদটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? সব মসজিদই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আমি তাকে এটিই বলেছিলাম যে, সব মসজিদই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে ধরে নিয়েছে, এই মসজিদের জন্য আমি (হয়তো) বিশেষভাবে এখানে এসেছি। আমি বললাম, পূর্বেও আমি বিভিন্ন মসিজদ উদ্বোধনের জন্য যেতাম। যাহোক, তাকে আমি বলেছি যে, এই মসজিদের একটি (বিশেষ) গুরুত্বও রয়েছে। আর তা হলো, যে শহরে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে তা এক ইসলাম-বিদ্বেষীর বানানো শহর। আর যারা ইতিহাস জানতে আগ্রহ রাখে তারা এই ইতিহাস জানার চেষ্টা করবে। যেহেতু জামা'ত ছাড়া এই শহরের ইতিহাস কেউ জানে না আর ডুইকেও (হয়তো) চেনে না, তাই এর ইতিহাস তুলে ধরার জন্য একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও জামা'তের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এই ইতিহাসের ওপর আলোকপাত হয়। জামা'তের কাছে এটিই এ শহরের গুরুত্ব। আর যাদের আগ্রহ আছে তারা এই প্রদর্শনী থেকে কিছুটা উপকৃতও হতে পারে। সে হয়ত আগামীকাল এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখবে। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, এই শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, অলিক দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার অশালীন ভাষা ব্যবহার করা, এরপর তার ধ্বংস হওয়া এবং এই শহরে জামা'তের প্রতিষ্ঠা– প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, আর করা উচিতও। আর এর জন্য মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই শহরের অধিবাসীদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা শুরুতে মসজিদ নির্মাণে কাউন্সিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও, মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে দাঁড়ায় আর কাউন্সিলকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদানে বাধ্য করে।

অতএব মহানবী (সা.)-এর উক্তি হলো, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব এই নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের সেই মহান খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যিনি আমাদেরকে এই মসজিদটি নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। এদিক থেকে আহমদীদের জন্য (এটি) কেবল একটি আনন্দের দিন নয়, বরং পরম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরও দিন। অর্থাৎ সেই খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন যিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের সত্যতার জীবন্ত নিদর্শনও দেখিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকেও, অর্থাৎ সে যুগের ইতিহাস

থেকেও কিছু কথা আমি বর্ণনা করব যার মাধ্যমে এর গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং মানুষের তা স্বীকার করার কথা জানা যায়। আমরা যত বেশি কৃতজ্ঞ হব তত বেশি খোদা তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহরাজিতে ধন্য করবেন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে।

সুতরাং আমাদের এই কৃতজ্ঞ অবস্থাই আমাদেরকে সেসব নিদর্শনের সত্যতার সাক্ষী বানাবে। নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে; জামাতের উন্নতি সংক্রান্ত অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) জামা'তের উন্নতি দেখাবেন; দেখিয়েছেন, দেখাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখাতে থাকবেন। কিন্তু আমরা সেসব উন্নতি দেখার ও সেগুলোর অংশ হবার উপযুক্ত তখন হব, যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হব এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনকারী হব ও তাঁর প্রাপ্য প্রদানকারী হব। বহু প্রতিশ্রুতি রয়েছে যেগুলো আমরা নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা যথাসময়ে প্রত্যেক প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখিয়ে থাকেন। এটি প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা নয় তো আর কী যে, আজ থেকে একশ' বিশ বছর পূর্বে যে মিথ্যা দাবিকারক ও ইসলামের শত্রুর ধ্বংস হবার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে করেছিলেন, আজ তার শহরেই আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে মসজিদ বানানোর সৌভাগ্য দান করেছেন, যার সম্পর্কে সে ঘোষণা করেছিল যে, কোনো মুসলমান খ্রিষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং এ হলো আল্লাহ্ তা'লার কাজ! একজন কোটিপতি ও পার্থিব সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারীকে আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন; আর পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রামের অধিবাসী তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির দাবি, যা ইসলামের পুনর্জাগরণের বিষয়ে করা হয়েছিল, তা পৃথিবীর দুইশ' বিশটি দেশে অনুরণিত হবার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই কি আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়? এটিই কি যথেষ্ট যে, আমরা আমেরিকার ছোট একটি শহরে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছি, আর তাতেই জামা'তের উন্নতি হয়ে গেছে? না। আল্লাহ্ তা'লা তো সমগ্র পৃথিবীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য কর্মক্ষেত্র বানিয়েছেন। আমাদেরকে তো ছোট-বড় সব শহর ও দেশকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গণ্ডিভুক্ত করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের উপায়-উপকরণের দিকে তাকাই তাহলে এটি অনেক বড় কাজ বলে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এতদসত্ত্বেও এই কাজ আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন এবং এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি (আ.) বলেছেন, এই যাবতীয় কর্ম যা সম্পাদিত হচ্ছে, তা তো আমাদের যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এর পাশাপাশি দোয়া করা আবশ্যক; এই কাজ দোয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, দোয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। আর মসজিদ নির্মাণও এজন্যই করা হয়ে থাকে যেন মানুষ তাতে ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হয়, পাঁচবেলা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হয়, জুমুআর নামাযে নিয়মিত আসে, জাগতিক আমোদ-প্রমোদ ও কর্মব্যস্ততায় নিজেদের ইবাদতের কথা যেন ভুলে না যায়। যদি আমরা আমাদের ইবাদতের কথা ভুলে যাই, তবে এই মসজিদ বানানো কেবলমাত্র এক বাহ্যিক কাঠামো দাঁড় করানো বৈ কিছু নয়। একদিকে আমরা জগদ্বাসীকে একথা বলছি বলে প্রতিভাত হবে যে, 'এখানে মুসলমানদের একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে', কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আমরা এই মসজিদের আশিসরাজি দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার বা হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর সাহায্যকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বসব। তিনি (আ.) যা বলেছেন তাহলো, 'অব্যাহত দোয়ার মাধ্যমে আমার সাহায্যকারী হও যেন আমরা দ্রুততম সময়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি প্রকাশ পেতে দেখি।'

তাই আজ আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, নিজেদের দোয়াসমূহকে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য ইবাদতকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা, নিজেদের সন্তানসন্ততির মাঝেও ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলা, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পন্থা অনুসারে নিজেদের নামায সুন্দর করে আদায় করা; নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সামনে প্রণত হওয়া এবং তাঁর কাছে আরও অধিক বিজয় যাচনা করা। আমাদের মধ্যে যারা এই সবকিছু অর্জন করতে সক্ষম হবে ও আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিও বর্ষিত হতে দেখবে- তারা কতই না সৌভাগ্যবান! যদি আমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করি, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিই, তবে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখব। সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

উন্নত দেশসমূহে এসে জাগতিকতায় হারিয়ে যাবেন না; বিগত কিছু সময় ধরে নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশীরাও এখানে এসেছেন; তাই জাগতিকতায় ডুবে যাবেন না। এখানে নির্মিত প্রতিটি মসজিদ যেন আমাদের মাঝে এক নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমন যেন না হয় আমাদের কৃতকর্মের দরুন সেসব প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা বিলম্বিত হয়ে যায়, বা তা আমাদের পরে আগমনকারী অন্য কারো মাধ্যমে পূর্ণ হয় আর আমরা বঞ্চিত রয়ে যাই। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর মহানবী (সা.)-এর চেয়ে প্রিয় নবী আর কে ছিলেন বা হতে পারেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর আহাজারি, বিনয়, ভীতি ও ভয় এবং দোয়া কি এক মহান মার্গে উপনীত ছিল না? তিনি এত আহাজারি করছিলেন যে, বারবার তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেখানে আপনি এত অস্থিরতা কেন প্রদর্শন করছেন?' এর উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী। বিজয়ের প্রতিশ্রুতিতে অনেক সুপ্ত শর্ত থাকে; তাই আমার কাজ হলো, একান্ত কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর সাহায্য যাচনা করা।' এরপর বিভিন্ন সময়ে শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমণ এবং সকল অর্থে ক্ষতির করা সত্ত্বেও কয়েক বছর পরই আল্লাহ্ তা'লা যে মহা বিজয় দান করেছেন, সে ধরনের মহা বিজয় ইতিহাস কখনো দেখে নি আর শোনেও নি। এতে প্রাণের শত্রুরা কেবল মুসলমানই হয় নি বরং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে, নিজ প্রাণ মহানবী (সা.)-এর জন্য বিসর্জন দেয়ার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জগদ্বাসীর সামনে তারা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন শত্রু আমাদের লাশ অতিক্রম না করে মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আর যাদের নিয়তিতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা লেখা ছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিনাশ ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই 'ফানি ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলিন নবীর দোয়াসমূহই ছিল যা এই বিপ্লব সাধন করেছে। অতএব, আজও আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলিন নবীর সত্যিকার দাসের দোয়াই যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে নিয়ে আসবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) বলেন, তোমরা যারা নিজেদেরকে আমার প্রতি আরোপ করছো, তোমরা নিজেদের দোয়া ও কর্ম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

আজ আমরা এই মসজিদে বসে আছি, এর উদ্বোধন করছি আর এর নামও রেখেছি 'ফাতহে আযীম মসজিদ'। এই নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে রাখা হয়েছে। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে ডুই-এর ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর তিনি বলেছিলেন, এই নিদর্শন অচিরেই প্রকাশিত হবে যা মহা বিজয় নিয়ে আসবে। জগত দেখেছে, পনেরো বিশ দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং চরম লাঞ্ছনার সাথে ধ্বংস করেছেন। ধ্বংসের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কী ব্যবহার করেছেন সেটি এক পৃথক বৃত্তান্ত। যাহোক, তার ধ্বংসের নিদর্শনকে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি 'ফাতহে আযীম' অর্থাৎ মহা বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। আর আজ আমরা যে এই শহরে মসজিদের উদ্বোধন করছি তা তারই পরবর্তী পদক্ষেপ বা মাইলফলক। তাঁর ইলহামের একাংশ আমরা প্রায় একশ' পনেরো বছর পূর্বে পূর্ণ হতে দেখেছি, আর এর পরবর্তী ধাপ আমরা আজ পূর্ণ হতে দেখছি। একশ' পনেরো-বিশ বছর পূর্বে তৎকালীন জাগতিক পত্র-পত্রিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জকে তাদের নিজ নিজ পত্রিকায় স্থান দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার (ডুই-এর) ধ্বংসের সংবাদও ছেপেছে। অতএব, এটি খোদা তা'লার নিদর্শন ছিল যা জগৎ স্বীকার করেছে। একটি পত্রিকার কিছু অংশ আমি এখানে উল্লেখ করছি, বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। ২৩ জুন ১৯০৭ এর 'দি সানডে হেরাল্ড বোস্টন' পত্রিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিচিতি লেখার পর তাঁর দাবী ও চ্যালেঞ্জটি ছেপেছে। এরপর ডুই সম্পর্কে লিখেছে; উক্ত পত্রিকা যে শিরোনাম বানিয়েছে তা হলো- 'মির্যা গোলাম আহমদই শ্রেষ্ঠ যিনি মসীহ্ (হওয়ার দাবি করেছেন), যিনি ডুই-এর দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির (আগাম) সংবাদ দিয়েছেন; বর্তমানে (তিনি) প্লেগ, বন্যা এবং ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।' এটি (পত্রিকা) লিখেছে, 'আগস্ট মাসের ২৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ দ্বিতীয় এলিয়া হওয়ার দাবীদার আলেকজান্ডার ডুই-এর মৃত্যুর আগাম সংবাদ দিয়েছেন যা গত মার্চে পূর্ণতা লাভ করেছে।' এরপর লিখেছে, 'এই ভারতীয় ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে অনেক বছর যাবৎ খ্যাতির শীর্ষে। তাঁর দাবি হলো, আখেরী জামানায় যে সত্য মসীহ্‌র আসার কথা ছিল তিনিই সেই মসীহ্ এবং খোদা তা'লা তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমেরিকায় সর্বপ্রথম ১৯০৩ সালে তাঁর কথা সামনে আসে যখন তৃতীয় এলিয়ার সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব জনসমক্ষে আসে। ডুই-এর মৃত্যুর পর এই ভারতীয় নবী সুখ্যাতির তুঙ্গে, কেননা তিনি ডুই-এর মৃত্যুর ব্যাপারে বলেছিলেন যে, তাঁর (অর্থাৎ মির্যা সাহেবের) জীবদ্দশাতেই চরম দুঃখ-কষ্টের মাঝে ডুই-এর মৃত্যু হবে।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে পত্রিকা আরো লিখেছে, 'মিস্টার ডুই যদি আমার মুবাহালার দাবি গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহলে আমার চোখের সামনে সে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ নিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবে।'

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে লিখেছে, 'মিস্টার ডুই যদি এই মোকাবিলা থেকে পলায়ন করে তাহলে দেখ! আজ আমি আমেরিকা এবং ইউরোপের সকল অধিবাসীকে একথার সাক্ষী করছি যে, তার এমন আচরণও পরাজয় গণ্য হবে। আর এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণের এটি বিশ্বাস করা উচিত যে, তার ইলিয়াস হওয়ার দাবি নিছক

ধোঁকা ও প্রতারণা ছিল। সে যদিও এভাবে মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এমন অসাধারণ মোকাবিলা থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও একপ্রকার মৃত্যু বৈকি! অতএব, নিশ্চিত জেনো! তার 'সেহ্ইয়োন' (যায়ন) শহরে অচিরেই এক বিপদ আসতে যাচ্ছে, কেননা এই উভয় পরিণতির যেকোনো একটি তাকে অবশ্যই গ্রাস করবে। এখন আমি এই দোয়ার মাধ্যমে বিষয়টির ইতি টানছি- হে সর্বশক্তিমান ও কামেল খোদা! যিনি সর্বদা নবীদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন এবং করতে থাকবেন, দ্রুত এই মীমাংসা প্রদান কর অর্থাৎ পিগট এবং ডুই-এর মিথ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দাও, কেননা এ যুগে তোমার অধম বান্দারা নিজেদের মতই মানুষের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে তোমার সত্তা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে।'

এরপর পত্রিকাটি লিখেছে, 'প্রথমদিকে সুদূর প্রাচ্য থেকে প্রদত্ত এই চ্যালেঞ্জের প্রতি কোনোরূপ কর্ণপাত করেনি, কিন্তু ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সালে সে তার যায়ন সিটি পাবলিকেশন-এ বলে, 'মানুষ আমাকে কখনো কখনো বলে, তুমি এধরনের কথার জবাব দাও না কেন?' সে বলে, 'তোমরা কি মনে করো আমার এসব মশা-মাছির কথারও উত্তর দেয়া উচিত? আমি আমার পা যদি এদের ওপর রাখি তাহলে নিমিষে তাদের পিষে ফেলতে পারি। আমি আসলে তাদেরকে সুযোগ দেই যাতে তারা উড়ে যেতে পারে এবং জীবিত থাকে।' কেবল একবার সে কোনোভাবে বলেছিল যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদকে জানি। সে মির্যা সাহেবকে নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ্ নামে উল্লেখ করেছে, [নাউযুবিল্লাহ্]। আর ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে লিখে, 'আমি যদি খোদার নবী না হয়ে থাকি তাহলে খোদার জমিনে আর কেউ নেই।' এরপর সে পরবর্তী জানুয়ারি মাসে লিখে, 'আমার কাজ হলো মানুষকে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এর বেড়াজাল থেকে বের করে তাদেরকে এ শহর এবং অন্যান্য সেহইয়োনী শহরে আবাদ করা যতক্ষণ না মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ আমাদের সে দিন দেখান।' ডুই এটি লিখেছিল। পত্রিকাটি আরো লিখেছে, 'এর বিপরীতে মির্যা সাহেব কঠোরভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া কর- আমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে ধ্বংস হয়ে যায়।'

ডুই এমন অবস্থায় মারা যায় যখন তার বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করা আরম্ভ করে এবং সে ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়। সে পক্ষাঘাত এবং উম্মাদনার ন্যায় রোগে নিপতিত হয় এবং সে ভয়ানক মৃত্যুর শিকার হয়। একই সাথে সেহইয়োন শহর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। মির্যা সাহেব সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত চ্যালেঞ্জ বা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিজয়ী হয়েছেন এবং তিনি প্রত্যেক সত্য-সন্ধানীকে সত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানান; যেমনটি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তদ্বারা তিনি সেই বিপর্যয়কে যা তাঁর আমেরিকান বিরোধীর ওপর আপতিত হয়েছে, ঐশী প্রতিশোধের পাশাপাশি ঐশী ন্যায়বিচারের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর এক (আহমদী) অনুসারী বর্ণনা করেন যে, 'শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দ করা উচিত নয় যে আমরা ডুই-এর জীবনের কতক বিশেষ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করব; এমন বিষয় আমাদের আমাদের কল্পনাতীত। আমরা এই বাস্তব সত্যকে নিজেদের উদ্দেশ্যে প্রকাশার্থে, অধিকন্তু সত্য প্রকাশার্থে বর্ণনা করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পবিত্র ধর্ম ইসলাম মৃতদের দোষত্রুটি বর্ণনা করার শিক্ষা দেয় না। কিন্তু এর অর্থ এ-ও না যে, যেখানে সমাজ, মানবতা, সত্যতা আর খোদার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা উচিত সেখানে তা গোপন করা হবে।' সেই

আহমদীর বরাতে আরো লেখে যে, 'ডুই-এর ওপর বিপদ আপতিত করে আর অবশেষে তার অকাল মৃত্যুজনিত দুঃখ এবং শাস্তি অবতীর্ণ করে খোদা তা'লা নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি তিনি তাঁর রসূলকে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তিন-চার বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন।'

এটি একটি পত্রিকার উদ্ধৃতি যা তারা প্রকাশ করেছে। নিঃসন্দেহে এটি বিজয়ই ছিল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ ছিল, এবং আজো তা তাঁর সত্যতার প্রমাণ; কিন্তু আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি, তাঁর মিশন তো অনেক মহান। এটি কেবল একটি রণক্ষেত্রে বিজয়ের বৃত্তান্ত। আমাদের সত্যিকারের আনন্দ তখন লাভ হবে, যখন আমরা জগদ্বাসীকে মহানবী (সা.)-এর চরণে সমবেত করতে সক্ষম হব। এর জন্য আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি তবলীগের নতুন নতুন পথ অন্বেষণ করতে হবে। মুহাম্মদী মসীহ্র দলিল- প্রমাণাদি জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে পূর্বের চেয়ে উন্নত করতে হবে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, প্রকৃত মহান বিজয় ছিল মক্কা-বিজয়। মক্কা-বিজয়ের পর মহানবী (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন অথবা পরবর্তী মুসলমানেরা কি তবলীগের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন? তারা কি ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন নি? যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের পর দেশ জয় করেন নি? হ্যাঁ, যুদ্ধও হয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের প্রসারের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা হৃদয় জয় করেছিলেন, ফলে কুরবানীকারী লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে অবিরত তবলীগ ও দোয়ার মাধ্যমে স্থায়ীরূপ দেয়া করা অবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীরা ঐ আখারীনদের অন্তর্ভুক্ত যারা পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। প্রশ্ন হলো, পূর্ববর্তীরা কি তবলীগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন? নিজেদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা কি ছেড়ে দিয়েছিলেন? ইবাদতের মান কমিয়ে দিয়েছিলেন? যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এ বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল, ততদিন ইসলাম উন্নতি করেছে। মুসলমানদের অধঃপতন তখন আরম্ভ হয় যখন জাগতিকতা প্রাধান্য পায় এবং তাকওয়ার মান হারিয়ে যাওয়া আরম্ভ হয়, ইবাদতের দিকে মনোযোগ কমে যেতে থাকে। কিন্তু যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কেয়ামত পর্যন্ত এই ধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং সুদৃঢ় করবেন, তাই শেষ যুগে মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি জগতকে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, আর উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর বাণী পৌঁছেছে। ডুই-এর বরাতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি, কত মহিমার সাথে তা পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসনের যে বীজ বপন করেছিলেন তা অত্যন্ত মহিমার সাথে জগতে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইলহাম অবতীর্ণ করে বলেছেন, 'খোদা এমন নন যে তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। খোদা তোমাকে অশেষ সম্মান দেবেন। লোকেরা তোমাকে রক্ষা করবে না, কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করব।' এধরনের অগণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রদান করেছেন, আর জামা'তের একশ' তেত্রিশ বছরের ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী যে, কত অসাধারণভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করে চলেছেন। আজ জামা'ত যে

পৃথিবীর ২২০টি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে- তা আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। তিনি এ বার্তা পৌঁছানোর উপকরণাদির ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবী আজ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে চিনে। তিনি (আ.) তাঁর সকল বিরোধীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানিয়েছেন এবং পলায়ন করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না, অথবা আল্লাহ্ তা'লা তাদের নির্মূল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, নবীদের জামা'তের বিরোধিতা চলমান থাকে, কিন্তু শত্রুদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। আহমদীয়া জামা'তের সাথে এটিই হয়ে আসছে। সকল উপায়-উপকরণ ও শক্তি তারা প্রয়োগ করেছে। হেন শক্তি নেই যা শত্রুপক্ষ জামা'তকে নিঃশেষ করার জন্য প্রয়োগ করে নি, আর আজও তা প্রয়োগ করে চলেছে। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা এতে হোঁচটও খায়, কিন্তু একজন চলে গেলে আল্লাহ্ তা'লা আরো হাজার হাজার লোক প্রদান করেন। সুতরাং আমরা যদি নিষ্ঠার দাবি করে থাকি, আমরা যদি এ ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সেই মসীহ্ মওউদ ও মাহদী, যার আগমন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছিলেন- সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থকে নিয়োজিত করে এই মসীহ্ ও মাহদীর সাহায্যকারী হতে হবে। সেই আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে যা সাহাবীরা প্রদর্শন করেছেন। আমাদেরকে মুসলমানদেরকেও এক ও অভিন্ন ধর্মে একত্রিত করে তাদের মাঝ থেকে সমস্ত কুপ্রথা দূরীভূত করতে হবে, আর অমুসলিমদেরকেও ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তাদের এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের প্রতি সুবিচার করতে পারব, নতুবা আমাদের বয়আতের দাবী অসার। এটি অর্জন করার জন্য আমাদের ইবাদতের মানকে উঁচু করতে হবে, নতুবা মসজিদ নির্মাণ করা অনর্থক হবে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সমর্থ হব। জীবনের উদ্দেশ্য কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য নিজে নির্ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ 'আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এক স্থানে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন:

'মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যেন তার প্রভুকে চিনে ও তাঁর আনুগত্য করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ 'আমি জ্বীন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে।' কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ লোক যারা পৃথিবীতে আগমন করে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর নিজ আবশ্যকীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও জীবনের উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিতে রাখার পরিবর্তে খোদাকে পরিত্যাগ করে জগতের দিকে ঝুঁকে যায়। এ জগতের সম্পদ ও সম্মানের মোহে এতটাই আসক্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার অংশ স্বল্পই থেকে যায় ও অনেকের হৃদয়ে তো তা থাকেই না। তারা বস্তুবাদিতার মাঝে হারিয়ে যায়। তাদের মনেই থাকে না যে, আল্লাহ্ বলেও কোনো সত্তা আছেন। হ্যাঁ, তখন মনে পড়ে যখন রূহ কবজকারী এসে প্রাণ হরণ করে,' [অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ এসে যায়।] আমরা যারা যুগের ইমামকে মান্য করার দাবী করে থাকি,

আমাদের তো এভাবে জীবন অতিবাহিত করা সাজে না। আমাদেরকে তো এই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে ইবাদতের দাবি পূরণ করতে হবে। এই সুন্দর মসজিদের প্রতি মানুষের মনোযোগ তখনই আকৃষ্ট হবে এবং তখনই আমরা ইসলামের বার্তা সত্যিকার অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ করতে পারব, যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে নিজেদের অভিষ্ট অর্জনের চেষ্টা করব। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা আমাদের ইবাদতের দাবি পূর্ণ করি। অতএব প্রত্যেক আহমদী এবিষয়ে চিন্তা করুন এবং একে জীবনের অংশ বানানোর চেষ্টা করুন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেন তাঁর কৃপাভাজন হয়ে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত করতে পারেন।

অতএব আজকে এই মসজিদের উদ্বোধন তখন গিয়ে মহান (সাব্যস্ত) হবে যদি আমরা এই প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? অন্যথায় পৃথিবীতে তো অনেক সুন্দর সুন্দর এবং খুবই উন্নতমানের মসজিদ রয়েছে, কিন্তু সেখানে যারা আসে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না। কেবল একেই ইবাদত বলে না যে, দ্রুততার সাথে পাঁচবেলার নামায অথবা কয়েকবেলার নামায মুরগির ঠোকর দেয়ার মত করে পড়ে নিবেন, বরং প্রকৃত ইবাদত হলো নামাযের যে দাবি রয়েছে তা পূর্ণ করা, একে সুন্দর করে (ধীরে-সুস্থে) পড়া। মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে তিন-চারবার বা বারংবার নামায পড়তে বলার কারণ হলো, তাঁর দৃষ্টিতে সে নামাযের দাবি পূর্ণ করছিল না এবং যেভাবে ধীরেসুস্থে সুন্দর করে নামায পড়া উচিত সেভাবে পড়ছিল না। অতএব যদি নামাযগুলোর দাবি পূর্ণ করে পড়া হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ হয়। এভাবে ইবাদতসমূহও তখন গ্রহণযোগ্যতার মানে উপনীত হয়, যখন আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকার প্রদান করা হয়। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তাদের নামাযগুলো তাদের জন্য ধ্বংসের উপকরণ হয়ে থাকে আর সেগুলোকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হবে। অতএব আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মসজিদগুলোকে আবাদ করা (বা নামাযী দিয়ে ভরে তোলা) এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ পালন করার মাধ্যমে আবাদ করা, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা, আর (এমনটিই) হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন সে কী চাইতো? সে ধর্মের নামে পৃথিবীর বুকে নিজের রাজত্ব দেখতে চাইতো। এজন্য সে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম ব্যবহার করেছিল। সে বড় বড় দাবি করেছিল যে, মুহাম্মদী মসীহ্র সাথে সে হেন করবে-তেন করবে; যেমনটি আমি একটি পত্রিকার বরাতে উল্লেখ করেছি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে যখন দোয়ার চ্যালেঞ্জ দেন তখন তার পরিণাম প্রকাশ পেয়ে যায়। জগদ্বাসী সবদিক থেকে ডুই-এর অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছে। এত সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যে, পত্র-পত্রিকাও স্বীকার করে নেয়। কেননা এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে তারা মহান আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই মহান বিজয়ের আনন্দে একটি স্মারক মসজিদ নির্মাণ করেই কি আমরা খুশি হয়ে যাব? যেভাবে আমি বলেছি, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার ফল খেয়েছি আর এখনো খাচ্ছি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরও সেসব পদাঙ্ক অনুসরণ করার জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার পথ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু ধ্বংস করার জন্যই চ্যালেঞ্জ দেন নি, বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য

দিয়েছিলেন, জগদ্বাসীকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য দিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ ছিল, পৃথিবীতে এখন মুহাম্মদী মসীহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, যিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করে পৃথিবীতে এক–অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

অতএব আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি- এটি তাদের দায়িত্ব। এছাড়া মুহাম্মদী মসীহ্‌র বার্তা দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়াও আমাদের কাজ। তাদের নিকট খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রমাণ করাও আমাদের দায়িত্ব। আর এ কাজ তখন হবে যখন আমরাও খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'আমার জামা'তের (সদস্যদের) জন্য বিশেষভাবে তাকওয়া অর্জন করা আবশ্যক। কেননা তারা এমন একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন; যেন সেসব লোক যারা কোন ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত অথবা তারা যত জগৎমুখীই থাকুক না কেন, (তারা) যেন সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তি পায়।'

অতএব নিজেদের আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতাও একান্ত আবশ্যক, আর যখন এই আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে তখন তাকওয়া সৃষ্টি হবে। এর ফলে জগদ্বাসী নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখবে। আর এটিই সেই মর্যাদা যে পর্যায়ে বিজয়ের নতুন নতুন পথ খুলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এটিই হলো সেই ফাতহে আযীম বা মহান বিজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য যা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

অতএব হে মুহাম্মদী মসীহ্‌র দাসেরা! প্রত্যেক বিজয়ের নিদর্শন আমাদের মাঝে একটি বিপ্লব সাধনকারী হওয়া উচিত। সুতরাং আপনারা এই অঙ্গীকার করুন যে, আজকের দিনটি আমাদের মাঝে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের দিন হবে, (আর একইসাথে) আমাদের সন্তানসন্ততি ও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যেও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের দিন হবে এবং (তা-ই) হওয়া উচিত। অন্যথায় ডুইয়ের মৃত্যুতে বা এই শহরের বাসিন্দারাা ডুইয়ের নাম না জানলে আমাদের কী লাভ হতে পারে যে, 'আমরা তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, অথচ তারা তাকে চিনতো না।' এটি তখনই লাভজনক হতে পারে যদি এই মহান বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার মাধ্যমে আমাদের মাঝেও একটি মহান বিপ্লব সাধিত হয়, আর আমাদের দেশবাসী এবং জগদ্বাসীও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্বের জোয়াল নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় আর খোদা তা'লার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে যায় এবং এর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই পদমর্যাদা অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)